Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রাণবন্ত সালাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুহুল আমিন

রোলঃ ২৩০৯০১১৬৭০

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রাণবন্ত সালাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুহুল আমিন

রোলঃ ২৩০৯০১১৬৭০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " প্রাণবন্ত সালাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুহুল আমিন, আইডিঃ ২৩০৯০১১৬৭০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " প্রাণবন্ত সালাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

রুহুল আমিন

আইডিঃ ২৩০৯০১১৬৭০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা.....5
প্রাণবন্ত সালাত.....7
মহব্বতের সাথে সালাত আদায় করুন:.....7
আল্লাহু আকবার বলার রহস্য.....9
কু-মন্ত্রণাদানকারী (শয়তান)-কে দূরে ভাগানো.....11
সূরাতুল ফাতিহার.....13
সুরা ফাতিহার রহস্যাবলী নিয়ে একটু ভাবুন.....14
অন্তর থেকে তেলাওয়াত করুন.....23
রুকু.....26
দাঁড়িয়ে স্থির হওয়া.....29
সেজদার.....31
দুই সেজদার মাঝে.....36
বিদায়ী দৃশ্য.....38
ওজু সম্পর্কেও কিছু জেনে নিই.....42
সালাত সম্পর্কে রবের বাণী.....43
নামায আদায়ের গুরুত্বও ফযীলত সম্পর্কিত কতিপয় হাদীসঃ.....55
পরিশিষ্ট.....69

ভুমিকা

একদা একজন মুসলমান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্য বের হলো। উক্ত যুদ্ধ হতে ফেরার পথে রাত্রিবেলায় সৈন্যদল এক জায়গায় আরাম করবেন। তাই পাহারাদারীর জন্য একজন আনসারি ও এক মুহাজির সাহাবিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিযুক্ত করলেন। উভয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন, রাত্রির কিছু সময় একজন আরাম করবেন অপরজন পাহারাদারী করবেন। পরে দ্বিতীয়জন আরাম করবেন এবং অপরজন পাহারাদারী করবেন। তাই পরামর্শ মোতাবেক প্রথমে মুহাজির সাহাবি আরাম করার জন্য শুয়ে পড়লেন আর আনসারি সাহাবি যিনি পাহারা দিচ্ছেন, তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ বুঝে এক কাফের আনসারি সাহাবির সিনায় তীর নিক্ষেপ করল। তিনি তীর খুলে ফেলে দিলেন এবং নামাজ চালিয়ে গেলেন। কাফের দ্বিতীয়বার তীর ছুড়ল এবং এবারও তিনি তীর খুলে ফেললেন এবং নামাজ চালু রাখলেন। সেই কাফের তৃতীয়বারও তীর ছুড়ল, কিন্তু এবার তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি রুকু-সেজদার মাঝেই জমিনে পড়ে গেলেন। তাঁর শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ রক্ত ঝরছিল। যখন ওই মুহাজির তার সাহায্যের জন্য পৌঁছল, ততক্ষণে কাফির পালিয়ে গেল। মুহাজির সাহাবি বলল, সুবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে প্রথমবার তীর লাগার সাথে সাথে কেন জাগালে না? আনসারি উত্তরে বললেন, আমি নামাজে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী সুরা তেলাওয়াত করছিলাম তাই তা মধ্যখানে ছাড়তে চাইনি।

বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে সিনা একবার তাঁর স্মৃতিচারণ করলেন এভাবে-একদা ভীষণ ঠান্ডা রাতে তিনি ও তাঁর গোলাম খোরাসানের একটি সরাইখানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাতে তিনি খুব পিপাসা অনুভব করলেন। গোলামকে ডাক দিয়ে পানি আনতে বলেন। এই আরামদায়ক বিছানা থেকে উঠে পানি আনতে গোলামের ইচ্ছে হল না, তাই সে ইবনে সিনার ডাক না শোনার ভান করল। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করলে সে বিছানা থেকে উঠে অবশেষে মুনিবের জন্য পানি নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পর আযানের মনোরম সুরেলা ধ্বনি বাতাসে গুঞ্জরিত হল। মোয়াজ্জিন আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান জানাচ্ছেন। ইবনে সিনা মোয়াজ্জিনের কথা ভাবলেন। তিনি ভাবলেন, আমার গোলাম আবদুল্লাহ, সে সব সময় আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।

আমাকে খুশি করার জন্য সুযোগ তালাশ করে, কিন্তু আজ রাতে সে আমার প্রয়োজনের চাইতে নিজ আরামের দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছে।

অন্যদিকে এই পারস্য গোলাম। সে আরামদায়ক উষ্ণ বিছানা ছেড়ে বের হয়েছে। ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করেছে। মসজিদের মিনারে দাঁড়িয়ে তাঁর মালিক আল্লাহর গুণকীর্তন করছে। তাঁর ইবাদতের দিকে ডাকছে।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।"

রাতের ঘটনা ইবনে সিনা লিপিবদ্ধ করেন, "আজ রাতে আমি সত্য ভালোবাসা চিনতে পেরেছি, ওই ভালোবাসা যা সম্পূর্ণ আত্মসম আনুগত্য থেকে তৈরি হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি হল নিঃশর্ত আনুগত্য করা

প্রাণবন্ত সালাত

মহব্বতের সাথে সালাত আদায় করুন:

খাটি মহব্বতের সাথে নামাজে দাড়ান এবং ইবাদত এই ভাবে করুন যে, আপনি যাকে মহববত করেন, সেই মাহবুবের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হচ্ছে । এমন প্রশান্তি ও আরাম লাভের নিমিত্তে ইবাদত করুন, যাতে আপনার ওই মুহূর্তটি হাসিল হয় যে, আপনি ওই সত্তার সান্নিধ্যে আছেন, যার প্রতি আপনার অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। তাই আমাদেরকে পরিপূর্ণ ইখলাস, মহব্বত, মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে ইবাদত করতে হবে ।

এমন ৩টি বিষয় রয়েছে, যার কারণে একে অপরকে মহব্বত করে

১. এজন্য যে, সে সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী।

২. অথবা , সে তোমার সাথে সর্বদা স্নেহ ও দয়ার সম্পর্ক রাখে।

৩. অথবা , কেউ তোমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছে।

এখন আল্লাহ পাকের কথা চিন্তা করি। তিনি সবকিছুর চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ কি-না? তিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি মহব্বতের দাবিদার কি না?

আল্লাহর মহব্বতই আসল মহব্বত এবং এই মহব্বত দ্বারাই সত্যিকার ইমানের মজা লাভ হবে। নিজের চতুর্দিকে বিদ্যমান সৌন্দর্যমণ্ডিত সৃষ্টিকে দেখুন, চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে হোক। এসব কিছুই আল্লাহ তাআলার সৌন্দর্যের এক ঝলক মাত্র। যদি প্রত্যেক মানুষকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর মতো সুন্দর বানানো হতো এবং সৌন্দর্যকে দৃশ্যমান সকল সৌন্দর্যের সাথে মিলানো হতো যা আমাদের চতুর্দিকে বিদ্যমান, তবুও এসকল সৌন্দর্য আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যের সামনে এমন মনে হতো, যেমন সূর্যের আলোর বিপরীতে মিটিমিটি করে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির আলো। আল্লাহ তাআলার সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই, যা তাঁর মর্যাদাকে দ্বিগুণ করে দেয়।

একটু ভাবুন! যখন আমরা নামাজে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হই। তখন তিনি তাঁর সবচেয়ে সুন্দর মর্যাদাপূর্ণ (কুদরতি) চেহারা আমাদের জন্য সামনে রাখেন আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যতা আমরা এ ধ্বংসশীল চোখে দেখতে পারব না, যদি তিনি তাঁর সৌন্দর্য আমাদের ওপর প্রকাশ করেন, তবে যা কিছু বিদ্যমান আছে সব জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।

মুসা আলাইহিস সালাম এর ঘটনা স্মরণ করুন। যখন তিনি আল্লাহ তাআলাকে দেখার আবেদন করলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন,

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَا تِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَا لَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَا لَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِ نِ اسْتَقَرَّ مَكَا نَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَا قَ قَا لَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَ نَاۤ اَ وَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে আসল, আর তার রবব তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব’। তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে কক্ষনো দেখতে পাবে না, বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা নিজ স্থানে স্থির থাকতে পারে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।’ অতঃপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ে নিজ জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা চৈতন্য হারিয়ে পড়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে পেল, তখন সে বলল, ‘পবিত্র তোমার সত্ত্বা, আমি অনুশোচনা ভরে তোমার পানেই ফিরে এলাম, আর আমি প্রথম ঈমান আনছি।’"

(QS. Al-A'raf 7: ayat 143)

একটু চিন্তা করুন, যখন আমরা উক্ত মালিক এর বিরুদ্ধাচরণ করে পাপ করি, আমরা তাঁর দেয়া নেয়ামত ভোগ করে গুনাহের কাজ করি, তারপরও তিনি আমাদেরকে নেয়ামত দান করেন এবং হেফাজত করেন। বাস্তবিকপক্ষে আপনার জন্য তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালু আর কেউ নেই। তাঁর চেয়ে অধিক দানশীল আপনার জন্য আর কেউ নেই। সুতরাং আপনার জন্য তাঁর চেয়ে অধিক মহব্বতের হকদার আর কেউ হতে পারে না। তাঁকে স্মরণ করুন, এ জীবনের স্বাদ তাঁকে স্মরণ করার মাঝেই রয়েছে। পরবর্তী জীবনের মজা তাঁর দিদারে রয়েছে। পরবর্তীতে যখন নামাজে যাব এজন্য যাব যে, আমি তাঁকে মহব্বত করি। এজন্য যাব যে, তাঁর স্মরণ আমার হয়েছে এবং আমি তাঁর সাথে সময় কাটাতে চাই। এসব ভেবে আপনার অন্তরে যখন আনন্দের ঢেউ খেলবে, তবেই আপনি নামাজের স্বাদ ও প্রশান্তি লাভ করবো। যা নামাজের আসল উদ্দেশ্য।

আল্লাহু আকবার বলার রহস্য

যখন আল্লাহু আকবার বলেন তখন কী হয়? তবে এটা জানার পূর্বে আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে, নামাজের শুরু কেন আল্লাহু আকবার দ্বারা করা হয়? কেন সুবহানাল্লাহ বলি না?

'আল্লাহু আকবার' এমন একটি বাক্য, যা দ্বারা আমরা এ কথার স্বীকৃতি দিই যে, ওই সত্তা যাঁর সামনে আমরা দণ্ডায়মান আছি, তিনি আমার নিকট দুনিয়া এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদের চাকরি, কাজ-কারবার, আমাদের নিদ্রা, আমাদের সম্পদ, আমাদের বংশ, আমাদের সন্তান, আমাদের সকল সমস্যা ও সকল প্রয়োজনের চেয়ে বড়।

আমরা কেন হাত উত্তোলন করি? এজন্য যে, আমরা সবকিছু পেছনে ফেলেছি। আমরা এ জন্য আমাদের হাত উঠাই যে, আল্লাহ পাকের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ সোপর্দ করা প্রকাশ পায়।

বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তাআলা হুকুম দেন, আমার ও বান্দার মাঝে সকল পর্দা সরিয়ে দাও। তাই বান্দা যখন 'আল্লাহু আকবার' বলে তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বরকতপূর্ণ ও মহান দয়ার চেহারা তাঁর সম্মুখে করে দেন এবং তিনি আপনার থেকে ওই পর্যন্ত চেহারাকে ফিরান না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজে না ফেরান। আর এ ফিরিয়ে নেয়া ওই সময় হয়, যখন আপনি আপনার দৃষ্টি এবং অন্তর দুনিয়াবি বিষয়াদির দিকে আকৃষ্ট করেন। আর আপনি যখন পাল্টে যান, তখন আপনাকে আওয়াজ দেয়া হয়, তুমি কেন পাল্টে গেছ, এমন কী আছে যা আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ? তখন হুকুম করেন যে, পুনরায় পর্দা ঢেলে দাও।

আপনি যখন 'আল্লাহু আকবার' এর ঘোষণা করেন, তখন এ কল্পনা করুন যে, আপনি ক্যামেরার সম্মুখে আছেন এবং এর লাল বুতাম টিপ দেয়া হয়েছে। আপনি এমন সত্তার সামনে দণ্ডায়মান আছেন, যিনি সকল সৃষ্টিকুলের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। যিনি সবকিছুর উপর এখতিয়ার রাখেন, সবকিছু তাঁর ক্ষমতার অধীনে। এখন আপনার অবস্থা কেমন হবে? আপনার মনের অস্থিরতা একটু অনুভব করুন!

'আল্লাহু আকবার' বলে যখনই আমরা সামনে অগ্রসর হই, আমাদের অঙ্গসমূহের দ্বারা সংগঠিত পাপসমূহ উপরে উঠতে থাকে এমনকি তা আমাদের মাথা এবং কাঁধ বরাবর পৌঁছে যায়। অতঃপর প্রত্যেক রুকু ও সিজদাতে উক্ত পাপসমূহকে আমরা নিজেরাই দূরে নিক্ষেপ করতে থাকি। (রবের সামনে দীর্ঘ সময় অবস্থান করার বাহানা হিসেবে আমরা এ বিষয়গুলো নির্ধারণ করি।)

'আল্লাহু আকবার' বলার সাথে পূর্বের সামান্য জায়েজ বস্তুও এখন আমাদের জন্য নিষেধ হয়ে যায়। যেমন- খানা-পিনা, কথা-বার্তা বা অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া ইত্যাদি। এমন কী হয়ে গেল? পূর্বের অবস্থা আর এখনকার মধ্যে কী ভিন্নতা? এমনিতেই তো এ সকল কাজ এ ধরনের পবিত্র সাক্ষাতে উপযুক্ত না। আপনি আপনার মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে হাত বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। এখন আপনি এক বিরাট মর্যাদায় উপবিষ্ট। একটু লক্ষ করুন, এখনো কি আপনি অমনোযোগী থাকবেন? এজন্যই আমরা 'আল্লাহু আকবার' এ মহান শব্দ বারবার বলি। প্রত্যেক উঠা বসাতে বলি। এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটা মনোযোগ দেয়ার জায়গা .

আল্লাহু আকবার' বলে আপনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নামাজে প্রবেশ করেছেন। আপনি আপনার দৃষ্টি সেজদার স্থানে নিবদ্ধ করছেন এবং নিজের হস্তদ্বয় বাঁধছেন এটা কেন? ভাবুন যে, আপনি শাহী মহলে চলছেন এবং আপনি এমন লোকদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছেন, যারা আপনার থেকে কিছু দূরে দাঁড়ানো। তাদের কিছু লোকের দৃষ্টি আপনার প্রতি স্থির করে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন, আর কিছু লোক দৃষ্টি অবনত করে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ।

উক্ত অবস্থা দ্বারাই বোঝা যায় কে বাদশা এবং কে নওকর। বিষয়টি এমন নয় কি? সুতরাং আমাদের জন্য এটা উচিত নয় কি যে, আমরা যখন প্রকৃত মালিকের সামনে দাঁড়াই, তখন অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দাঁড়াই। আমরা যখন জানতে পারবো আমরা কার সামনে দাঁড়াচ্ছি, তখন বিনয় এমনিতেই সৃষ্টি হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার সম্মুখে আমাদের বিনয় মূলত আমাদের ইজ্জত। যেহেতু আমাদের এ অক্ষমতা অন্য লোকের সামনে অক্ষম হওয়া থেকে মুক্তি দেয়।

যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

সে এক সেজদা যা তুমি মনে করো ভারি-

হাজার সেজদা থেকে তোমাকে দেবে মুক্তি

এখন নিয়মানুসারে আপন আল্লাহ কে সালাম পেশ করবে

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.ً

হে আল্লাহ! তোমার সত্তা পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তোমারই জন্য, তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ, তুমি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই

কু-মন্ত্রণাদানকারী (শয়তান)-কে দূরে ভাগানো

আপনি যখন রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে দাঁড়ান, তখন এ বরকতপূর্ণ মুহূর্তে এবং এ বরকতপূর্ণ আমলে সবচেয়ে বড় শত্রু হলো শয়তান । সুতরাং সে যথাসাধ্য চেষ্টায় লেগে যায়, যেন আপনার সর্বাধিক প্রিয় মাহবুবের সাক্ষাতের মুহূর্তে আপনার বিনিময় এবং সওয়াব ছিনিয়ে নিতে পারে। ফলে শয়তান আমাদেরকে ধোঁকা দেয়

আমার যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখব যে, কত ধরনের নিত্যনতুন কল্পনা, অনুভূতি কীভাবে নামাজের মাঝে এসে পড়ে? যে বস্তু আপনি দীর্ঘকাল ধরে ভুলে গেছেন, হঠাৎ আপনার সামনে এসে উপস্থিত। এমনকি জায়নামাজের মনোরম দৃশ্য আপনার সামনে এক নতুন ঘটনার অবতারণা করে। আপনি কী করেন? তাকে মন থেকে তাড়িয়ে পুনরায় মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা পুনরায় ফিরে আসে। আপনি পুনরায় চেষ্টা করেন, কিন্তু পুনরায় উক্ত কল্পনা মাছির ন্যায় ফিরে আসে। যা আপনাকে ছাড়তে চায় না।

এর সমাধান কী? আমরা তো খুবই দুর্বল। আমরা আপন মাহবুবের আশ্রয় কামনা করি ,বিতাড়িত শয়তান থেকে, যে আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি। তাঁর বরকতময় নাম নিয়ে, যে নামে সকল পেরেশানি থেকে মুক্তি মিলে। তাই আমরা নামাজের শুরুতেই অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে বলি

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.ِ

আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

এটা বলার সাথে নিজের মধ্যে তার শক্তিও উপলব্ধি করি।

এখন আমরা নিজেকে শয়তান থেকে মুক্ত করে নামাজে দাঁড়াব, যা সকল প্রশান্তির উৎস। সুরাতুল ফাতিহা' পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি সুরা, যা ছাড়া নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। এটা নামাজের এমন একটা অংশ, যার প্রত্যেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা জবাব দেন। তাহলে আমরা কীভাবে নামাজের এ অংশ উদাসীনতার সাথে আদায় করবো?

নামাজ শুরু করার পূর্বেই এ বিষয় অন্তরে বদ্ধমূল করে নেবো যে, কোন জিনিস আমাকে এখানে দাঁড় করিয়েছে? আর তা হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও সাক্ষাতের আশা। আর যে ব্যক্তি আসল মাহবুবের সাথে সাক্ষাত করে, সর্বপ্রথম তার মুখ থেকে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তা হলো তার মাহবুবের সুমিষ্ট নাম। তবে এটাতো সাধারণ নাম নয়। এটা এমন একটি বরকতপূর্ণ নাম, যা তার চারপাশের সবকিছুকে বরকতময় করে দেয়। এই নাম যার উপরই পড়া হয়, তা হতে সবধরনের অনিষ্টতা, দুঃখ কষ্ট দূর করে দেয়। এ নামেই আমাদের শুরু এবং এ নামেই আমাদের সমাপ্তি। এ নাম দ্বারাই আমরা ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি লাভ করি।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.ِ

পরম করুণাময় ও সীমাহীন দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

যখনই আপনার জবানে উক্ত শব্দগুলো উচ্চারিত হয় অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলতে থাকে।

هو الله الخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ.ُ

সকল মাখলুকের তিনিই সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় । (সুরাতুল হাশর: ২৪।)

আপনি যখন কাউকে মহব্বত করেন তাতে কত মজা পান? অথচ আল্লাহ ছাড়া এর উপযুক্ত কেউ নন। আল্লাহ তাআলার সত্তা সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

সূরাতুল ফাতিহার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।"

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালূ।

"مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

"যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক।"

اِيَّا كَ نَعْبُدُ وَاِ يَّا كَ نَسْتَعِيْنُ

"আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"

اِهْدِنَا الصِّرَا طَ الْمُسْتَقِيْمَ

"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর।"

صِرَا طَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

"তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ, যারা গযবপ্রাপ্ত (ইয়াহূদী) ও পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান) নয়।"

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-নামায (অর্থাৎ সূরাতুল-ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেওয়া হবে।

অতঃপর রাসূল (সা) বলেছেন যে,

যখন বান্দাগণ বলে اَلْحَمْدُ لله তখন আল্লাহ্ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে الرحمن الرحيم তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আর যখন বলে ملك يوم الدين তখন তিনি বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে أَيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين তখন তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমি এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা, এর এক

অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরয হয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে।

যখন আপনি এইটা অনুভব করবেন যে, আপনার প্রতিটি আয়াত এর জবাব আল্লাহ দেন, তখন আপনার সলাত হবে প্রানবন্ত

সুরা ফাতিহার রহস্যাবলী নিয়ে একটু ভাবুন

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين.َ

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি উভয় জাহানের রব।

উক্ত হামদ বর্ণনা করে আমরা তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিপূর্ণ সত্তার স্বীকৃতি দেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, الحمد لله ওজনের পাল্লাকে ভরে দেয়। তাই উক্ত কালিমা বলার সাথে সাথে আমাদের অন্তর কৃতজ্ঞতা দ্বারা ভরে যাওয়া উচিত। তিনি আমাদেরকে কত ধরনের নেয়ামত দান করেছেন। সর্বদা এ বিষয় মনে রাখবে, আমরা দুনিয়াতে যখনই কোনো কৃতজ্ঞতা আদায় করি, প্রকৃতপক্ষে সেটা মহান আল্লাহ তাআলারই কৃতজ্ঞতা হয়। তিনিই তো সকল কল্যাণের উৎস। আসুন বিষয়টি আরও গভীরভাবে দেখি যে, আমরা যখন বলি حَمْدُ لِلَّهِ ِ। তখন এ বিষয়ের উপরও কৃতজ্ঞতা আদায় করি যে, তিনি আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের যোগ্যতা দান করেছেন। এ যোগ্যতাও তাঁর দান। মূলত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের মাধ্যমে আপন বড়ত্ব ও মহত্ব প্রতিষ্ঠা করছেন। আমার রব কতই না মর্যাদাবান। নিজের সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর প্রয়োজনীয়তা একটু উপলব্ধি করুন, তাহলে এমনিতেই তাঁর স্মরণ ও বড়ত্ব বর্ণনা করার মাঝে সীমাহীন প্রশান্তি লাভ হবে।
সুতরাং الحمد لله এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ সত্তার স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর উপরই কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আমরা অনেকেই ই-মেইলের মাধ্যমে পাওয়ার পয়েন্ট এর স্লাইড অবশ্যই পেয়েছি, যাতে ছোট পাতার কোষকে ১০ গুণ বড় করে দেখানো হয়।

এমনিতেই তো এ জগতে আমাদের এ ভূ-মণ্ডল ছাড়াও লক্ষ কোটি গ্রহ-নক্ষত্র এবং ছায়াপথ আপন স্রষ্টার মহত্বর মহত্ব প্রকাশ করে চলছে। চলুন এ ছোট পাতার বিষয় বাদ দিয়ে আপনি যখন আপন প্রভুর সম্মুখে দাঁড়ান, তখন আপন দেহের ভেতরে একটু চলে যান এবং অভ্যন্তরীণ সৃষ্টির প্রতি লক্ষ করুন; কী অপূর্ব নিপুণ সিস্টেম; যা উক্ত মূল্যবান বস্তুকে চালনা করে। (রক্ত পরিচালনা, প্রতিরোধ ক্ষমতা, রগ-রেশা, হরমোন, হৃদয়ের স্পন্দন, ফায়ারিং নিউরান, চামড়া, কলিজা, তিলি, গুরদা ইত্যাদি।)

আপনি একটু আপনার চারপাশে লক্ষ করুন, আমাদের এ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ, এ সাত সমুদ্র, পোকামাকড়ের জগত, এ অনুবীক্ষণ উপাদান ইত্যাদি। একটু আগে বেড়ে যে বস্তু আমাদেরকে ঘেরাও করে আছে এ সকল গ্রহ, আমাদের সূর্য, চাঁদ এবং ছায়াপথ। আরও অগ্রসর হয়ে অগণিত তারকারাজি, ছায়াপথসমূহ এবং ওই জগত, যা আজ পর্যন্ত কোনো চক্ষুই দেখতে পায় না? ফেরেশতা, জিন এবং ওই জগত, যেখানে আমরা পৌঁছতে পারি নাই।

মূলত এটাই শেষ নয় বরং আমাদের সীমিত জ্ঞান মাত্র। এখন এই অনুভূতি নিয়ে একটু পেছনে চলুন। ওখানে আসুন, যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনি কি এ জগতের তারকাসমূহ, গ্রহসমূহ এবং ছায়াপথের তুলনায় এক বিন্দু সমান হবেন? এ জগতের তুলনায় আপনার অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্যই নয়। এগুলো তো আমাদের এ জগতের আলোচনা, কুরআন শরিফে এরূপ আরও ছয় জমিন ও আসমান এর বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহর সত্তা এ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান ও রক্ষণাবেক্ষনকারী। তিনি একক, অদ্বিতীয় এ সবকিছুর পরিচালক।

আপনি যখন তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর সাথে কথা বলছেন, তাঁর প্রশংসা করছেন, এখন আপনার অনুভূতিটা কেমন? আপনার কেমন লাগছে, যখন তিনি আপনার প্রত্যেক আয়াতের জবাব দিচ্ছেন? এখনো কি আপনার এতটা দুঃসাহস হয় যে তাঁর আদেশ অমান্য করবেন? এ মহান সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করে কোনো পাপ করার সাহস হয়? তাহলে তার এই সীমাহীন ভালোবাসার কী হবে? তিনি আমাদের কতটা মহব্বত করেন যে, তিনি আমাদেরকে দুনিয়ার কাগজে এক উল্লেখযোগ্য মর্যাদা দান করেছেন, আর তাও শুধু নামাজে খুশু-খুজুর শর্তে।

পরিশেষে তাঁরই তাওফিকে তাঁর আহ্বানে লাব্বাইক বলে নিজেকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়েছি। এটা আমাদের জন্য এমন এক সম্মান, যা কখনো ভোলা যায় না। তাহলে কেন তাঁর জন্য নিজের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যয় করবো না। আমরা কি এত বড় মর্যাদা হতে মুখ ফিরিয়ে তা হতে বঞ্চিত হতে পারি?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মনিবের সম্মান বোঝানোর জন্য এক সুন্দর উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের কুরসি আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর তাঁর কুরসির বিপরীতে সপ্ত আকাশ এরূপ, যেমন বড় এক ময়দানে ছোট একটি আংটি। আর কুরসিটিও আরশের বিপরীতে এরূপই।

পরবর্তী সময় যখন নামাজে দাঁড়াবেন, তখন নিজেকে উপরোক্ত অবস্থানে রেখে দেখুন যে, رَبِّ الْعَالَمِين এর প্রকৃত অর্থ বুঝে এসে যাবে।

একটু ভাবুন ,

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, সীমাহীন দয়ালু।

আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে, উক্ত আয়াত مَالِكِ يَوْمِ الذين)কেয়ামত দিবসের মালিক) এ আয়াতের পূর্বে কেন আসল? আসুন চিন্তা করি। আপনি যদি কোনো ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তার তদন্ত চলে, অথচ আপনি নিরপরাধ। জজ সাহেব আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উক্ত জিজ্ঞাসা দুই ভাবে হতে পারে-

(১) সে আপনার প্রতি অনবরত প্রশ্নের বর্ষণ শুরু করে দেয়। (তুমি ঘটনাস্থলে কেন ছিলে? সেখানে কী করছিলে? সেখানে কখন গিয়েছিলে? তুমি কী দেখেছ? ইত্যাদি ইত্যাদি।) তো যখন এ কঠিন মুহূর্তে আপনি জ্ঞান হারাতে আরম্ভ করেছেন, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন বিচারক আপনাকে বলল, আমি তো জানি আপনি নিরপরাধ, কিন্তু অধিকতর জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছি।

(২) অথবা বিচারক শুরুতেই বলে দিলো যে, আমি জানি আপনি নিরপরাধ তবে সব বিষয় আমাকে অবগত করলে অনেক ভালো হবে।

তারপর উক্ত প্রশ্নগুলো শুরু করে দিলো। এ দ্বিতীয় অবস্থায় আপনি বেশি শান্তি ও আরাম অনুভব করবেন।

তাই মহান আল্লাহ তাআলা الرَّحْمَنِ الرَّحِيم আয়াতটি مَالِكِ يَوْمِ الدِّين-এর পূর্বে উল্লেখ করে আমাদেরকে এ বিষয় অবগত করছেন যে, উক্ত বিচারদিনে যে বিচারক বিচারকার্য পরিচালনা করবেন, তিনি الرَّحْمَنِ الرَّحِيم)পরম করুণাময় অসীম দয়ালু)।

এই নাম দু'টি আমাদেরকে নামাজে ওই রকম শান্তি ও আরাম প্রদান করে, যেমনটা তখন অনুভব করি, যখন আমাদের বলা হয় এ ভয়াবহ দিনে আমাদেরকে যার সামনে দাঁড়াতে হবে, তিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু। আমাদের উচিত সর্বদা তাঁর দয়ার উপযুক্ত হয়ে থাকা।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيم এর মাঝে এ কথার স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সীমাহীন দয়া সবকিছুর উপর প্রবল। তাঁর দয়া তাঁর গোস্বার চেয়েও প্রবল। তাঁর রহমতের ছায়া প্রত্যেকের উপর সমান, মুমিন হোক বা কাফের, নেককার হোক বা বদকার। তিনি প্রত্যেককে খাওয়ান, পান করান, বস্ত্র পরিধান করান এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি কাউকে দ্রুত পাকড়াও করেন না, বরং যথেষ্ট সুযোগ দেন যেন মানুষ জীবনের কোনো সময় ফিরে আসে।

সর্ব ক্ষেত্রেই আল্লাহ পাকের দয়া রয়েছে, চাই নেয়ামত দান করুক বা না করুক। তাদের থেকে যদি কোনো নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়, এটাও আল্লাহ পাকের দান। কেননা আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞানে বুঝি না এতে কী হেকমত রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এতেও আল্লাহ পাকের রহমত লুকায়িত রয়েছে।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

আচ্ছা! যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি বে-খবর? তিনি তো গোপন বিষয়ও জানেন এবং সব বিষয়ে অবগত। (সুরাতুল মুলক: ১৪।)

পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়ত কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর হয়ত বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে

পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন যা তোমরা জান না।" (বাকারা: ২১৬।)

সুতরাং যখন আমরা الرَّحْمٰن বলি তো এটা আল্লাহ পাকের সর্বোচ্চ দয়া

আল্লাহ তাআলা তাঁর গুণাবলির দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দয়ালু।

মূলত আল্লাহ তাআলার নামসমূহ হতে الرَّحْمَنِ নামটি সবচেয়ে অধিক ব্যাপক অর্থ বহনকারী।

একটু চিন্তা করুন, তিনি কী নাম নিয়ে নিজকে আরশে সমাসীন বলেছেন,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। (সুরা ত্বহা: ০৫)

আল্লাহ তাআলা তাঁর ব্যাপক নামকে নিজের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি আরশের সাথে যুক্ত করেছেন।

আর এ নামটি শুধু তাঁরই জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারও নাম الرَّحْمَنُ হতে পারে না الرَّحِيمِ নামটিও এরূপ। এ উভয় নাম তাঁর জন্যই নির্ধারিত।

এখন দেখুন الرَّحِيمِ এর কী অর্থ? তার অর্থ হলো যিনি আপন সৃষ্টির উপর দয়া করেন। আপনি আরও দেখবেন যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে তাঁর এ গুণ ওই সময় ব্যবহার করেছেন যখন বিশেষ করে মুমিনদের প্রতি দয়া করার কথা বর্ণনা করেছেন। আর যখন আমাদের, আল্লাহ পাকের উদারতা এবং মানুষের চাহিদার সঠিক জ্ঞান লাভ হবে, তখন আমরা আল্লাহ তাআলাকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতে সংকোচবোধ করবো না। আমাদের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া বেশি। حمْدُ لله। এখন আমাদের প্রতি তাঁর মর্যাদা, মহত্ব এবং বড়ত্ব পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। এখন আপনি নিজেই গভীর অন্তর থেকে الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ এর স্বাদ অনুভব করুন।

একটু সামান্য আঘাত ,

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.

কেয়ামত দিবসের মালিক।

আল্লাহ তাআলা مَالِكِ শব্দটিকে কেন নির্বাচন করলেন? কারণ কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ক্ষমতাবান সৃষ্টির সব ক্ষমতা খতম করে দিবেন আর পরিপূর্ণ ক্ষমতা শুধু তাঁরই হাতে হবে। এমনকি কাউকে তার জবান নড়াচড়া করার ক্ষমতাও দিবেন না। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারও জন্য সুপারিশও করতে পারবে না। যেমন আয়াতুল কুরসিতে বর্ণিত হয়েছে।

এ শব্দটি দুই কেরাতে পড়া হয়- (১(مَالِكِ)মালিকানা) (২(ملك (স্বয়ংসম্পূর্ণ বাদশা) এ উভয় অর্থ ওই দিনে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পরিপূর্ণ ক্ষমতার বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধায়ী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবর্তী গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুত, আল্লাহর আজাব বড় কঠিন।

৭. সুরা হজ: ১-২।

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই, মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তানদের থেকে।

সুরা আবাসা: ৩৪-৩৬।

সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র

সুরা আম্বিয়া: ১০৪।

তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে ।

(সুরা যুমার: ৬৭)

আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে।"(সুরা যুমার: ৬৮)

অতঃপর কে বাঁচবে? কেউ না। আমাদের রব বলবেন,

আজ কার রাজত্ব? (. সুরা গাফের ১৬)

কোনো জবাব নেই। আজ রাজত্ব কার? সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। তো আল্লাহ তাআলাই জবাব দিবেন এবং ঘোষণা করবেন

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ওই আয়াত, যার উপর আমাদের পূর্বসূরীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদতেন। একদা একজন মক্কা শরিফে নামাজ পড়াচ্ছিলেন, তার বন্ধু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাওয়াফ করলেন, যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন দেখলেন তিনি এ আয়াতই পড়তেছেন আর বার বার কাঁদছেন। আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আসুন এতে আরও চিন্তা করি, তাহলে ওই নেফাক অন্তর থেকে চলে যাবে, যা অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তরে লেগে আছে।

এটি এক বিরাট দুআ, যা আপনি কখনো করেছেন!

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم.

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান।

এখন আমরা সবচেয়ে মহান হেকমতপূর্ণ এবং ব্যাপক দুআ পর্যন্ত পৌছেছি। যা আমরা হয়তবা কখনো চেয়েছিলাম। যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে

সরল পথের হেদায়াত করে থাকেন তাহলে বুঝে নাও যে, তিনি আমাদেরকে যেভাবে তাঁর হক আদায় হয়, সেভাবে ইবাদত করারও তাওফিক দিয়েছেন।

একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়, যে সুরা ফাতিহা আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে প্রয়োজনাদি চাওয়ার অতি উত্তম পদ্ধতি শিখিয়েছে। আমাদেরকে সহিহ তরিকায় দুআ করা শিখিয়েছে। যেন তিনি আমাদের কথা শোনেন ও আমাদেরকে দান করেন.

সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে পথের প্রয়োজন সেটা হলো صراط 'সরল সঠিক পথ' কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এ পথে চলা খুবই মুশকিল। এ পথের কিছু বিশ্লেষণ আছে। যার কিছু আমরা জানি, আর কিছু জানি না (কোনটি হালাল, কোনটি হারাম, কোনটি সহিহ, কোনটি বাতিল?) আর যা আমরা জানি, না জানার তুলনায় অনেক কম। আমরা যা জানি তা হতে কিছু শরীর দ্বারা আদায় হয়, যেমন হজ, রোজা ইত্যাদি। আর কিছু শরীর দ্বারা আদায় হয় না। এগুলো থেকে কিছু আমরা আনন্দের সহিত আদায় করি, আর কিছু আদায় করতে নফসের খুব কষ্ট হয়, যেমন ফজর নামাজের জন্য জাগ্রত হওয়া ইত্যাদি।

সাথে সাথে উক্ত আমলগুলো আদায় করতে যে ইখলাসের প্রয়োজন, কখনো সে ইখলাস পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়, আবার কখনো মোটেও পাওয়া যায় না। কখনো সে আমল পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় আদায় হয়, আবার কখনো এতে ত্রুটিও হয়।

আমরা যদি পূর্ববর্তী প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পরিপূর্ণ করি, অর্থাৎ ইলম, ইখলাস, সুন্নতে নববির গুরুত্ব ইত্যাদি, তবুও একটি বিষয়ের কমই থেকে যাবে। আর তা হলো এস্তেকামাত বা দৃঢ়তা। যেন প্রত্যেকবার তা ওইভাবে আদায় করা যায়। এখন বুঝে আসছে কি? আমরা সরল পথে চলার জন্য আল্লাহর হেদায়াতের প্রতি কেন মুহতাজ?

আপনি দেখেছেন কি, আমরা আল্লাহর হেদায়েত ছাড়া তা করতে পারবো না? আপনি কি বুঝেছেন এ দুআ কত ব্যাপক?
আপনি কি উপলব্ধি করতে পেরেছেন , এ দুআ কতই না গুরুত্বপূর্ণ।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

আমাদের পূর্ণ অস্তিত্ব এর উপর সীমাবদ্ধ।

উল্লিখিত বিষয়গুলো জানার পর যখন আপনি مين। বলবেন, তখন এ আওয়াজ অন্তর হতে বের হবে, কেন হবে না? প্রকৃত বিষয় তো এটাই যে, প্রত্যেক দুআ কবুলের এটিই হলো শর্ত। তা হলো একাগ্রতার সাথে অন্তর থেকে বের হওয়া। আগ্রহহীন অন্তরের দুআ আল্লাহ শোনেন না

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين.

ওই লোকদের পথ, যাদের প্রতি আপনি করুণা করেছেন, তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গোস্বা হচ্ছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

'সিরাত'-এর ব্যাখ্যার পর আলোচনা হয়েছে, উভয় জাহানে সফলতা লাভ করতে কীভাবে তার উপর দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ পাকের দয়া ও হেদায়েতের প্রয়োজন।

যেহেতু নেক লোকদের সাহচর্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের আখলাক, স্বভাব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইমানের উপর বদ্ধমূল থাকতে পারি, তাই আল্লাহর কাছে দুআ করা হয়, তিনি যেন আমাদেরকে ওই পথ প্রদর্শন করেন, যাদের উপর তিনি করুণা ও দয়া করেছেন।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم

এরা এমন লোক, যারা ভালোভাবেই সত্য সম্পর্কে অবগত এবং কোনটা সঠিক কোনটা বাতিল তাও জানে। তারপরও গ্রহণ করা ও মেনে নেয়া থেকে দূরে থাকে। অর্থাৎ তারা জানে, কিন্তু অন্তরে গ্রহণ করে না।

যেমন ওই সকল লোক, যারা জানে যে, নামাজ ফরজ, কিন্তু আদায় করে না। এরা ওই সমস্ত লোক, সত্য সম্পর্কে যাদের যদিও পুরোপুরি জ্ঞান নেই, কিন্তু তারা বুঝতেও চায় না। সুতরাং তারা ভুল পথেই চলতে থাকে।

পরিশেষে امين। এর অর্থ হে আল্লাহ! তুমি আমার দুআ কবুল করো। امين এর মাধ্যমে আমরা যার হাতে আমাদের হেদায়েত ও পথ প্রদর্শন এবং মুক্তি নির্ভরশীল তাঁর দরবারে কাতর মিনতি করি। সুতরাং অন্তরের অন্তস্থল হতে আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করো। ওই ব্যক্তির মতো, যাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, আর সে নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে অত্যন্ত কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আপনার আওয়াজে ওই পরিমাণ উন্মাদনা ও উদ্দীপনা থাকা চাই এবং অন্তর এমন হওয়া চাই যে, সে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। অন্তরের গভীর থেকে আমিন বলার আরেক মজবুত কারণ এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের 'আমিন' যদি ফেরেশতাদের আমিনের সাথে মিলে যায় তো আল্লাহ তাআলা তোমাদের পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

আগামীতে আপনি যখন নামাজের জন্য দাঁড়াবেন এবং সুরা ফাতিহা পড়বেন তো প্রত্যেক আয়াতে ওয়াকফ করবেন, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। কারণ সে মহান সত্তা আপনার সামনে তাঁর বরকতময় চেহারা নিয়ে উপস্থিত এবং আপনার প্রত্যেক আয়াতে জবাব দিচ্ছেন। ব্যস এটা কল্পনা করুন। কতই না গর্বের বিষয় ওই মহান সত্তার ক্ষুদ্র গোলাম হওয়ার মধ্যে।

অন্তর থেকে তেলাওয়াত করুন

এখন আমরা আল-ফাতিহা শেষ করে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করছি। আপনি কি কখনো এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন যে, আমরা দাঁড়ানো অবস্থায় কেন কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করছি? নামাজের অন্য হালতে ফাতিহা বা কুরআন শরিফ তেলাওয়াত কেন করি না? যেমন রুকু, সেজদা কিংবা অন্য কোনো অবস্থায়?

দাঁড়ানোর অবস্থাটা প্রত্যেক মুসলমানের মর্যাদাপূর্ণ, গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং আদবপূর্ণ। কুরআনের কালামও সবচেয়ে সম্মানি, গাম্ভীর্যপূর্ণ ও আদবপূর্ণ তাই তাকে সবচেয়ে মর্যাদাশীল ও আদবপূর্ণ অবস্থায় পড়া চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তাঁকে রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম, যা অত্যন্ত উঁচুমানের তাই তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে পাঠ করা অধিক শ্রেয়। তবে জানি না, আমরা কতবার মনোযোগ ছাড়া, অনুভূতিহীন অবস্থায় এবং তার মর্যাদাপূর্ণ শব্দসমূহ বোঝা ছাড়া তেলাওয়াত করেছি?

আমাদের তো খেয়ালই থাকে না যে ইমাম সাহেব কী পড়ছেন। তিনি হয়তো জান্নাত-জাহান্নামের বিষয় পড়ছেন। আর আমরা চিন্তা করছি খানা-পিনার বিষয়। যদি কোনো শক্তিশালী বাদশার ঐতিহাসিক ইন্টারভিউ আমাদের থেকে নেয়া হয়, আমরা তাতে কত অধিক মনোযোগ দেবো? শুধু কান দিয়ে শুনব না, বরং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাতে লেগে যাবো। কেন আমরা তাতে এত বেশি হারিয়ে যাবো? সম্ভবত তাঁর প্রত্যেকটি কথা স্মরণ রাখার চেষ্টা করবো। তবে যখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নামাজে আমাদের সাথে কথোপকথন শুরু করেন, তখন কেন এত অবহেলা? আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

এরা কুরআনে গভীর চিন্তা করে না, এদের অন্তরে তালা লেগে গেছে।"

সুরা মুহাম্মদ: ২৪।

এ কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে যদি আন্তরিক একাগ্রতা না থাকে, তাহলে অন্তরে আল্লাহ পাকের বাণীর কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না।
মনে রেখ, এটা কোনো বড় বিষয় নয় যে, আমরা কুরআন পড়ি, বরং চূড়ান্ত উৎকর্ষতা হলো যে, আমরা কতটা একাগ্রতার সাথে পড়ি এবং উপদেশ গ্রহণ করি? একবার নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত বার বার পাঠ করতে করতে, কেঁদে কেঁদে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটি হলো-

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।
সুরাতুল মায়িদা: ১১৮।

সুতরাং, আমাদের উচিত মনোযোগ সহকারে পড়া। এ বিষয় কল্পনা করে যে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলছেন, আর আমরাও আল্লাহর সাথে কথা বলছি।

তবে, আমরা কীভাবে বুঝাবো যে, কোন আয়াতে কী ধরনের অনুভূতি গ্রহণ করা চাই? আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. আমাদেরকে এরূপ কিছু মৌলিক নিয়মনীতি বাতলে দিয়েছেন, যা আমাদেরকে পথ দেখাবে। যদিও আমরা উক্ত আয়াতের পূর্ণ তাফসির সম্পর্কে অবগত না হই। তিনি বলেন-

1 :যদি কোনো আয়াত তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের বর্ণনা করে তাঁর নাম ও সিফাতের মাধ্যমে, তবে তোমাদের অন্তর মহব্বত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাওয়া চাই।

2 :যদি কোনো আয়াত আল্লাহ পাকে রহমত, ক্ষমা এবং জান্নাতিদের আলোচনা করে, তবে তোমাদের অন্তর আনন্দ, প্রশান্তি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ভরে যাওয়া চাই।

3 :যদি কোনো আয়াত আল্লাহ পাকের গোস্বা, শাস্তি, ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের আলোচনা করে, তবে তোমাদের অন্তর ভয় ও পেরেশানি দ্বারা ভরে যাওয়া উচিত।

সুতরাং আল্লাহর কালাম পড়ার সময় আমাদের অন্তরে সর্বদা মহব্বত, আশা এবং ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া চাই। কুরআন আমাদের জ্ঞানের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে।

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।
সরা হাশর: ২১।

রুকু

আমি আমার কেরাত পূর্ণ করেছি। এখন কিছুক্ষণ থেমে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবো। সুতরাং এখন সময় হচ্ছে এলোমেলো মনকে পুনরায় স্থির করার। মনে মনে কল্পনা করতে হবে যে, আমরা এখানে জমিনে নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছি, আর আল্লাহ তাআলা আমাদরেকে সাত আসমানের উপর থেকে দেখছেন। তাই আমাদের নামাজ সুন্দর হওয়া চাই। বিশেষত রুকু, কেননা আল্লাহ তাআলা সুন্দর, সৌন্দর্যকে তিনি পছন্দ করেন। আজ আমাদের সাক্ষাত মহান আল্লাহ পাকের সাথে হবে। তাই আসুন আমাদের নামাজকে অধিক সুন্দর ও পরিপূর্ণ করি।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

আমার রব মহান (সকল দোষ থেকে) পবিত্র।

নিজের হাত দ্বারা হাঁটু ধরুন, আঙুলগুলো ফাঁকা থাকবে, পিঠ, মাথা, নিতম্ব বরাবর থাকবে। শরীরের প্রত্যেক জোড়া আপন স্থানে আসা পর্যন্ত এ অবস্থায় নিজেকে স্থির রাখবে। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ এর মাঝে বিদ্যমান সত্তার প্রতি গভীর মনোযোগ দিবে। এটা আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত সৃষ্টির উপায়। তিনিই আমাদের রব, যিনি আমাদেরকে আপন দয়ায় বড় করেছেন, কাপড় পরিয়েছেন, খাইয়েছেন এবং সুস্থতা দান করেছেন।
অন্তর থেকে বের করুন سُبْحَانَه অর্থাৎ ওই সত্তা, যিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

এভাবে যখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার বলবে, তখন আপনার অন্তর মহব্বত ও একনিষ্ঠতায় ভরপুর হয়ে যাবে। তাঁর বড়ত্বকে অনুভব করুন, তাঁর সর্বময় ক্ষমতাকে স্মরণ করুন, হে প্রতিপালক। আমার সকল আশা-ভরসা তোমারই সাথে সম্পৃক্ত করছি।

আমরা অনেকে নামাজের এই অংশটুকু মেশিনের মতো দ্রুত আদায় করি।

ফলে না কোনো অনুভূতি সৃষ্টি হয়, না আল্লাহর সাথে কোনো বন্ধন। যেমনটা হয়ে থাকে কেরাত ও সেজদায়। অথচ রুকু ইবাদতের বিশেষ অংশ। আমাদের রবের প্রতি আমাদের দাসত্বের প্রমাণ। যাতে রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের অক্ষমতা ও নম্রতার অনুভূতি। ওই সময়ের আরবরা বিষয়টি জানতেন এবং তাদের মধ্যে অহংকারীরা এর কঠিন বিরোধিতা করত। এক ব্যক্তি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদনও করেছেন যে, সে রুকু না করে সরাসরি সেজদায় চলে যাবেন।

আমাদের প্রত্যেকেরই একটা ব্যক্তিগত খায়েশ থাকে, ইচ্ছা থাকে। কারও এ খায়েশ যে, সকলে আমাকে মহব্বত করবে। কারও কিছুক্ষণ একাকিত্ব হাসিল হওয়া। কারও খায়েশ সারা দিন কঠিন পরিশ্রমের পর যখন ঘরে যাবো, তখন সেখানে আমার জন্য কেউ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে। আবার কারও এ কামনা যে, সন্তানদের সাথে সময় কাটাবো এবং তাদেরকে আদর যত্ন করবো। কারও এ চাহিদা যে, সুন্দর সুন্দর উপাধি পাবো ইত্যাদি। যখন উক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, তখন আমাদের মাঝে এক ধরনের হতাশার অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং সারাদিন খারাপ হয়ে যায়। বারবার বিস্বাদময় কথা বলি ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, কিন্তু জানি না এরূপ কেন হচ্ছে। কারণ আজ আমাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি।

এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যা আমাদের সকল প্রয়োজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। উক্ত প্রয়োজন পূরণার্থে এক সময় মানুষ অনেক বস্তুর পূজা করত। যেমন- সূর্য, চাঁদ, প্রাণী, বানর, সাপ, বিজ্ঞান এমনকি আপন প্রবৃত্তিরও পূজা করত। সে জন্য তাদের শক্তি ও সম্পদ উজাড় করে দিত। এ উদ্দেশ্য পুরা হওয়া চাই, কিন্তু এ উদ্দেশ্য ওই পর্যন্ত পুরা হবার নয়,
যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার ইলাহের ইবাদত না করা হয়। আর নামাজ উক্ত উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম, যার মধ্যে রুকু হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমাদের পূর্বসূরী বুজুর্গগণ রুকুতে এত শান্তি ও মজা পেত যার কারণে তারা রুকুকে এত দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন, যেমন কিয়ামকে দীর্ঘ করে থাকেন। এক সাহাবি বলেন, আমি নামাজে সুরা ফাতিহার পর

সুরা বাকারা, আলে ইমরান, সুরা নেসা তারপর সুরা মায়েদাও পড়েছি অথচ এ পর্যন্ত আমার নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. রুকুতেই ছিলেন।

একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাজে তাড়াহুড়া করতে দেখেন যে রুকু, সেজদা খুব দ্রুত করছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি এ ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যায় তবে তার মৃত্যু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের উপর হবে না। তাই আমাদের রুকু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো অত্যন্ত ধীরস্থিরতার সাথে আদায় হওয়া চাই। দুনিয়ার জীবন কষ্ট ক্লেশে ভরা যেখানে একদিন খুশির হাসি আরেক দিন দুঃখের কান্না। তার প্রয়োজনাদি ও ব্যস্ততা আমাদেরকে ক্লান্ত করে রাখে।

নামাজের চেয়ে বড় আর কোনো জিনিস আছে যা এ দুনিয়ার ক্লান্ত দূর করতে পারে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, ঠিক মতো রুকু আদায় করে না তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো যে অনেক কষ্ট করে এক দুইটি খেজুর খাবার জন্য পায় যা তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না। আসুন আমরা নিজেদের আরাম ও শান্তি রুকু ও সেজদায় তালাশ করি। আমরা দিনে ১৭ বার আল্লাহর দরবারে ঝুঁকি; পাশাপাশি সে অনুযায়ী আল্লাহর মহব্বতও বৃদ্ধি পাওয়া চাই।

আর আপনি যখন তাঁকে মহব্বত করবেন তো তিনি এর চেয়েও অনেক বেশি আপনাকে মহব্বত করবেন। কেননা তিনি অত্যধিক দয়ালু ও দাতা। আর আপনার খালেক যখন আপনাকে মহব্বত করে তবে কে আপনাকে কষ্ট পৌছাবে?

দাঁড়িয়ে স্থির হওয়া

আমরা নামাজের সবচেয়ে সৌন্দর্যপূর্ণ মুহূর্ত রুকু অতিক্রম করেছি। রুকু হলো সেজদার অগ্রদূত। আনুগত্যের এক পদ্ধতি হতে আরেক পদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তন। আনুগত্যের দিক থেকে যা সবচেয়ে পরিপূর্ণ। তবে আমরা সেজদায় যাওয়ার আগে নামাজের আরেক সুন্দর অবস্থায় প্রবেশ করি; তা হলো রুকু থেকে দাঁড়িয়ে স্থির হওয়া। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ ওই ব্যক্তির নামাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, যে সেজদায় যাওয়ার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। তাই যে স্থিরতা ও প্রশান্তি আমরা নামাজের অন্যান্য অবস্থায় গ্রহণ করি, এখানেও তা করতে হবে। দেহের অঙ্গ ও জোড়াসমূহ যথাস্থানে আসতে দিতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটাই করতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো, যে তার নামাজে চুরি করে (অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে আদায় করে)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পর ওই পরিমাণ দাঁড়াতেন, যে পরিমাণ রুকুতে দেরি করতেন,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه.ُ

আল্লাহ তাআলা শুনেছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

এবার যখন দাঁড়াই তো আল্লাহু আকবার না বলে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَه ُ বল কেন? স্মরণ করুন, আমি কী বলেছিলাম? আপন মালিকের সামনে যাওয়ার প্রত্যেক দুআ তার সঠিক পদ্ধতি ও তারতিব অনুযায়ী হওয়া চাই; যার শুরুতে প্রশংসা ও বড়ত্বে বর্ণনা থাকা চাই, স্মরণ এসেছে? যে ভাবে সুরাতুল ফাতিহায় صِرَاطَ الْمُسْتَقِيم ِ এর দুআ চাওয়ার পূর্বে প্রশংসা করা হয়েছিল। এখানেও তদ্রূপ করা চাই। যেহেতু এখন আমরা নামাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ সেজদার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে আমরা আল্লাহ পাকের অধিক নিকটবর্তী হতে পারব। আর যখন সবচেয়ে বেশি দুআ কবুল হয়। তাই سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه ُ আমাদেরকে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে যে, দুআর পূর্বে আল্লাহ পাকের প্রশংসা বর্ণনা করো। অতঃপর রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর উক্ত ইঙ্গিতে বলি-

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيه ِ.

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, সর্বাধিক ও উত্তম প্রশংসা, যাতে বরকত রয়েছে।

আমরা আমাদের প্রশংসার শুরু رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد -এর দ্বারা করছি, যার অর্থ হে আমাদের প্রতিপালক। সর্বপ্রকার প্রশংসা তোমারই জন্য

আসুন আমরা 'হামদ' বর্ণনা করি এবং করতেই থাকি। তবুও আল্লাহ তাআলার প্রশংসার হক আদায় করতে পারব না। কেউ তাঁর প্রশংসার হক
আদায় করতে পারবে না এবং তাঁর তারিফের পূর্ণ জ্ঞান কারও নেই একজন ছাড়া। আপনি কি জানেন তিনি কে? তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, যিনি আপন শান অনুযায়ী হক আদায় করে নিজের প্রশংসা করতে পারেন। আল্লাহ তাআলার এমন অনেক গুণাবলী রয়েছে, যার জ্ঞান কোনো মাখলুক বা মানুষের নেই। শুধু আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। তার বড়ত্ব আমাদের বিবেক-বুদ্ধির অনেক ঊর্ধ্বে।

সেজদার

এ রুকন আমাদের নামাজের আকর্ষণীয় সমাপ্তি। পূর্বের সব রুকন এ রুকন পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম ছিল। সমাপ্তির মূল লক্ষ্য সেজদা। সেজদার কী অর্থ? আমাদের অধিকাংশই বছরের পর বছর ধরে মেশিনের ন্যায় দ্রুত সেজদা আদায় করি। তাই তার প্রকৃত ফলাফল হতে অজ্ঞ রয়ে গেছি। নামাজের কোনো রুকন আদায়ে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মজা পাবো না, যতক্ষণ না ইখলাসের সাথে আদায় করব। সেজদা আপন খালেকের দরবারে দাসত্বের বড় প্রমাণ। যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে। এটা এরূপ যে, আমরা আপন রবকে জিজ্ঞাসা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমার কাছে কী চান? আমরা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু আপনাকে দিচ্ছি, আমি নিজের সবচেয়ে দামি ও সম্মানী বস্তু আপন চেহারাকে সবচেয়ে নিচু স্থানে রেখে দিয়েছি। হে প্রতিপালক! শুধু আপনার জন্য আমার সবকিছু বিসর্জন দিচ্ছি।

সেজদা, প্রকৃত আনন্দ ও প্রশান্তি লাভের এক সূক্ষ্ম ভেদ। তা কীভাবে? একটু ভাবুন, সীমাহীন আনন্দের স্থান হলো জান্নাত, তা কোথায়? সাত আকাশের উপর, আল্লাহ পাকের নিকট। জাহান্নাম যেটা অনেক মসিবতের স্থান,
তা কোথায়? সম্পূর্ণ নিচে আল্লাহ তাআলা হতে অনেক দূরে। জান্নাতের দরজা বদকারের জন্য কখনো খোলা হবে না। সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার জান্নাত কোনটি? যা সর্বোচ্চ শান্তির স্থান। উক্ত স্থানকে الفردوس الأعلى বলা হয়। যা আম্বিয়ায়ে কেরামের স্থান। যার ছাদ আল্লাহ পাকের আরশ। এটা জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু স্থান, আল্লাহ পাকের খুব কাছেও। সহজ কথা হলো ওখানে অবস্থানকারীরা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পড়শী।

এখন একটু চিন্তা করুন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় সবচেয়ে বেশি কঠিন সময় অতিক্রম করেন, যেখানে সীমাহীন চিন্তা ও অক্ষমতা অনুভব করছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে কীভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং উক্ত মুহূর্তগুলো সর্বদার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। মেরাজের রাত্রিতে তিনি তাঁর রবের এত নিকট পৌঁছলেন, যা কোনো মানুষের জন্য সম্ভব নয়। আজও যখন কোনো বস্তু, কোনো শব্দ

বা কোনো আমল খুশির কারণ হয়, তবে এ দুআ শেখানো হয়, সকল ভালো শব্দ ও ভালো আমল তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে তিনিই সর্বোচ্চ।

সুতরাং প্রকৃত শান্তি কোথায়? তা উপরে আল্লাহ তাআলার কাছে। তার নিয়ম এরূপ যে, যত বেশি আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হবে তার আধ্যাত্মিক শক্তিও ওইরূপ বৃদ্ধি পাবে। শান্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমরা এ শান্তির উচ্চ মর্যাদা কীভাবে লাভ করব? আমাদেরকে উপরওয়ালার নিকটবর্তী হতে হবে। আমরা এটা কীভাবে করতে পারব? নিজেকে তাঁর সামনে ছোট করে। এ হাদিস একটু স্মরণ করুন- যে আল্লাহর সামনে নিজেকে ছোট করবে আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তার আনন্দ বৃদ্ধি করবেন।

এ হাদিসটিও একটু চিন্তা করুন-
বান্দা আপন রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হন সেজদার অবস্থায়।

আল্লাহ তাআলা সুরাতুল আলাকের শেষে বলেন,
সেজদা করো, আল্লাহর নিকটবর্তী হও।

আপনার কি বুঝে এসেছে যে, আপনি সারাজীবন কী করেছেন? আপনার প্রতিটি সেজদায় আপনার রবের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার দেহ তো জমিনে পড়ে থাকে, কিন্তু রূহ রবের কাছে উপরে উঠছে। যেন রবের নিকটবর্তী হওয়া যায়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বেশি বেশি সেজদা করো, কেননা কোনো মুসলমান যখনই সেজদা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করেন।

এমনকি সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে ফেলে। অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভকরে। যাকে আল্লাহর আরশ বেষ্টন করে আছে। যা আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান।

একটি প্রমাণ দেখুন। একদা রবি বিন কাআব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওজুর পানি আনলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কিছু চাও, উত্তরে রবি রাযি. বললেন, আমি জান্নাতে আপনার সাথী হতে চাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অন্য কিছু চাও। রবি রাযি. বললেন, আমি শুধু এটাই চাই। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশি বেশি সেজদা করে আমাকে সাহায্য করো। এখন বুঝুন যে, আপনি আপনার ইমানি মর্যাদা উঁচু হতে উচ্চতর করার জন্য আপন সত্তাকে সর্বনিম্নে আনা আবশ্যক।

আর আপনার দেহ যখন সেজদা করে, তখন এ বিষয়ের কল্পনা করবেন যে, আমার মনও তার সাথে জড়িয়ে আছে। এই সেজদা ওই সত্তার দরবারে করা হচ্ছে, যিনি আরশে সমাসীন আছেন। দৈনিক দুনিয়ায় সকল কার্যাদি আঞ্জাম দেন, যার সামনে আমাদের ভালো মন্দ সকল কর্ম পেশ হয়। তাঁর কাছে প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাঁর কারও নিকট কোনো প্রয়োজন নেই। যিনি সর্বদা কাউকে সাহায্য করেন, কারও ভগ্ন হৃদয়ে জোড়া লাগান, কোনো দুর্বলকে শক্তিশালী করেন, কারও গুনাহ মাফ করেন।

যিনি জীবন দান করেন, মৃত্যুও দান করেন, যাকে চান হেদায়াত দেন, যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। কারও প্রতি দয়ার বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আবার কাউকে পূর্ণ বঞ্চিতও করেন। কাউকে সম্মান দান করেন, কাউকে লাঞ্ছিত করেন। কারও জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার সামান তৈরি করেন, আবার কারও থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে যান। আপনি যখন সেজদা করেন, তখন এ বিষয়গুলো মনে রাখা আবশ্যকীয়, তাহলে অন্তর আলোকিত হবে।

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

(অধিক) সেজদার কারণে তাদের কপালে চিহ্ন পড়ে যায়।

সুরা ফাতাহ ২৯

এটা আল্লাহ পাকের দয়া ও নুরের চিহ্ন। যার মধ্যে বিনয়, নম্রতা, আরাম, প্রশান্তির প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান রয়েছে। যা আর অন্য কোনোভাবে হাসেল করা যায় না। সেজদা নামাজের বিশেষ একটি রোকন, সেজদা অত্যন্ত দামি বস্তু।
জানা নাই যে তা কত পেরেশানি ও বিপদাপদ দূর করে।
কতই না জটিল ও কঠিন বিপদাপদ তার দ্বারা সমাধান হয়েছে। কত হাজার প্রয়োজন সেজদার দ্বারা পূরণ করেছে। কত অশ্রুসিক্ত দুআ সেজদার মাধ্যমে কবুল করেছেন।

নিজের সত্তাকে ফরশ (বিছানা) এর নিকটবর্তী করো, তাহলে আরশওয়ালার নিকটবর্তী হয়ে যাবে। আপন দেহ, অন্তর এবং আত্মার সাথে সেজদা করো, তাহলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নেয়ামত উপলব্ধি হবে, এ দুনিয়ার প্রকৃত শান্তি হাসেল হবে।
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী সেজদার অবস্থায় হয়। তাই তোমরা সিজদা অবস্থায় খুব বেশি দুআ করো। আমরা যখন সেজদায় থাকি তখন এ তাসবিহ পড়ব-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

পবিত্র আমার প্রভু যিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ।

হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র। হে আমাদের রব, তোমার প্রশংসা করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিভিন্ন দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। যার প্রত্যেকটিতে রয়েছে অর্থ ও মর্মের বিশাল ভাণ্ডার এবং প্রশান্তির অনেক উপকরণ। দুআ করা মানে নিজে নিজে আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলার সমান। আপনি যদি কাউকে মহব্বত করেন, তবে তার সাথে বেশি বেশি কথা বলার চেষ্টা করেন। অধিক সময় পর্যন্ত তার সাথি হিসেবে থাকতে চান। আপনার কি স্মরণ আছে আল্লাহ তাআলা যখন মুসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথা বলেছিলেন? আল্লাহ যখন কথা বলছিলেন তখন মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে যাচ্ছিলেন। আর আল্লাহ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.

হে মুসা, তোমার ডান হাতে কি?
তখন আনন্দের উম্মাদনায় তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন,

هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي.

এটা আমার লাঠি, আমি এতে টেক লাগাই, এর দ্বারা ভেড়ার জন্য পাতা ঝেড়ে দিই। (সুরা ত্বহা: ৪৭।)

তিনি উক্ত বিশেষ সাক্ষাতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতার জগতে পৌছে গেছেন। যখন তাঁর এ অনুভূতি হয়েছে যে, আমি কোন সত্তার সামনে দাঁড়িয়েছি, তখন নিজের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে বলেন 'আর এর দ্বারা আমার আরও অনেক কাজ আছে।

ভবিষ্যতে যখন আপনি রবের এতটা কাছাকাছি হবেন, অর্থাৎ সেজদা করবেন, তখন ওই আরাম ও শান্তি অনুভব করার চেষ্টা করবেন, যেমন মুসা আলাইহিস সালাম করেছিলেন। এর জন্য নিজের মহব্বতকে স্মরণ করতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলুন, তাঁর 'হামদ' (প্রশংসা) করুন। তাঁর কাছে আবেদন করুন যে, তিনি যেন আপন দয়ায় ক্ষমা করে দেন। আর ওই প্রশান্তি হাসেল করুন যা শুধু তাঁর দরবারেই মিলে।

নামাজের প্রতি রাকাতে রুকু ১টি, কিন্তু সেজদা ২টি, কেন? কারণ সেজদা নামাজের গুরুত্বপূর্ণ রোকন, তা দুইবার আদায় করতে হয়, একবার যথেষ্ট নয়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা দীর্ঘ করতেন যেন এ গুরুত্বপূর্ণ রোকন আদায় এর মাধ্যমে রবের সাথে অধিক সময় ব্যয় করা যায়।
এ পর্যন্ত আমরা যেরূপ দেখলাম নামাজের প্রত্যেক অবস্থা একটি ভিন্ন অর্থ ও গুরুত্ব রাখে, তাই আমাদের প্রতিটি নড়াচড়ার একটা বাস্তবরূপ প্রতিফলিত হয়। আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া আমাদেরকে মনোযোগী করে রাখে।

আমাদের আদায়কৃত প্রত্যেক শব্দে আমাদেরকে চিন্তা-ফিকির করার সুযোগ করে দেয়। এ নড়াচড়াগুলো আমাদের অন্তরকে নামাজে লাগিয়ে রাখে, আল্লাহ পাকের সাথে

আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক এবং অনুভূতি জাগিয়ে রাখে। যাতে মহব্বত, ভয়, আশা এবং বিনয় অন্তর্ভুক্ত।

দুই সেজদার মাঝে

আমাদের এ দুনিয়ার হিসেবে এটা ওই অবস্থার মতো, যখন কেউ মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ পায়, তখন তার যে অবস্থা হয়। সে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। যখন দুই সেজদার মাঝে হাঁটু গেড়ে বসা হয় তখন নিজেকে ওই অবস্থানেই মনে করতে হবে।

এখন উক্ত অবস্থায় আমাদের কী বলা উচিত? এরচেয়ে উপযোগী শব্দ কি আমরা বলতে পারবো যে,

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي.

হে , রব আমাকে ক্ষমা করুন, হে রব, আমাকে ক্ষমা করুন।

দুইবার, চারবার অথবা তার চেয়ে বেশি। কতবার আমরা আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করেছি এবং সীমালঙ্ঘন করেছি।

এ সময় অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় এত দীর্ঘ সময় বসতেন, যত দীর্ঘ সময় সেজদা করতেন

আমরা আল্লাহর কাছে যা কিছু চাই তা এ দুনিয়ার জন্য চাই। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরকালের জীবন। কেয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ হিসাব-কিতাবের অপেক্ষায় থাকবে, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে

থাকবেন, কেঁদে কেঁদে কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করতে থাকবেন। তিনি উম্মতের জন্য ওই পর্যন্ত কাঁদতে থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ জবাব না দিবেন যে, আপনি মাথা উঠান, হে মুহাম্মদ! আপনি চান দান করা হবে, সুপারিশ করুন গ্রহণ করা হবে। ওই সময় নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা হতে উঠে বসবেন এবং আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এ দ্বারা বোঝা যায়, আমাদের দুআ দু'ভাবে শোনা হবে। সেজদাতে এবং তারপরও। অতঃপর যখন আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই তখন দ্বিতীয়বার সেজদায় লুটে পড়ি যেন তাঁর খুব কাছাকাছি হতে পারি। এবং এক সেজদা যথেষ্ট নয়। যেমনিভাবে কুরআন শরিফের প্রথম সুরা 'আলাক' শুরু হয়েছে তা 'পড়' দ্বারা, শেষ হয়েছে وَاسْجُدْ)সেজদা করো(দ্বারা, এমনিভাবে আমাদের নামাজের প্রত্যেক রাকাত শুরু হয় কেরাত দ্বারা এবং শেষ হয় সেজদা দ্বারা। ইবাদতের প্রত্যেক তরিকায় এক ভিন্ন সৌন্দর্য ও ভিন্ন মজা। আমরা যত বেশি জানবো তত বেশি তার সৌন্দর্য ও মজা অনুভব করবো। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

বলুন যারা জানে আর যারা জানে না উভয়ে কি এ সমান হতে পারে?

সুরা যুমার: 9

বিদায়ী দৃশ্য

التَّحِيَّاتُ لِله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه.ُ

সকল জবানি, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবি! আপনার ওপর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

'তাশাহহুদ' হলো বান্দা এবং গাফুরুর রাহিম মালিকের সাক্ষাতের মাধ্যমে পরম সুন্দর সমাপ্তি।

আমরা যে সকল আদবের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁর সাথে কথা বলি ওই পদ্ধতিতেই বিদায়ী অবস্থানের শুরু আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্বের মাধ্যমে হয়। তাঁর চিরঞ্জীব সত্তা, তাঁর রাজত্ব এবং তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করার জন্য সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করে বলুন, ُوَالصَّلَوَات সকল প্রশংসা ও বড়ত্ব এক আল্লাহর জন্য, সকল দুআ ও ইবাদত আল্লাহর জন্য, ُوَالطَّيِّبَات আমাদের সকল উত্তম কাজ শব্দ ও আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য, কেননা আল্লাহ শুধু ভালো, ইখলাস ও নেক নিয়তের আমলই কবুল করেন।

সম্মুখের শব্দাবলী যা আপনারা উচ্চারণ করে থাকেন তা এমন শব্দাবলী, যা এক সুদীর্ঘ সফরে হাজারো মাইল অতিক্রম করে এক পবিত্র স্থানে পৌঁছে বলা হয়ে থাকে। যে স্থানকে 'মদিনা মুনাওয়ারা' বলা হয়। সেখানে এ জগতের সবচেয়ে বরকতপূর্ণ সত্তা আরাম করছেন অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবি

হে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলার শান্তি রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, প্রতিদিন আপনি এ প্রিয় সত্তাকে সালাম করছেন এবং তিনি জবাবও দিচ্ছেন। একটু এ হাদিসটি শুনুন। তোমাদের যে কেউ যখনই দুরূদ পাঠায়, তখন আল্লাহ আমার মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন যেন তার জবাব দিতে পারি।

নিজের কাছের দরজার প্রতি একটু লক্ষ করুন এবং কল্পনা করুন যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দরজা দিয়ে মাত্র ভেতরে প্রবেশ করেছেন, তাঁর উজ্জ্বল গোলাপের ন্যায় পূর্ণ লাল চেহারা নিয়ে। অতি সুন্দরভাবে পাগড়ি বেঁধে, ধবধবে সাদা সুগন্ধযুক্ত পোশাক পরিধান করে।

মনোমুগ্ধকর হাস্যোজ্জ্বল মুখে যা দেখে আপনি খুবই আনন্দিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ কোনো এক ব্যক্তিকেই সালাম দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। আর সে লোকটি আপনি নিজেই, তখন আপনার কেমন লাগবে? যখন আপনি উক্ত শব্দগুলোর মাধ্যমে সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথোপকথন করছেন, একটু ভাবুন!
আপনার কাছে এ সুবর্ণ সুযোগ দৈনিক পাঁচবার আসে। আমরা কত লোক এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, আহা! আমরা যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে থাকতাম এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পারতাম? অথচ, উপরোক্ত শব্দাবলী আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেয়। সুতরাং এটা কি আমাদের জন্য আবশ্যকীয় নয় যে, অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক মহব্বতের সাথে তার প্রতি দুরূদ পাঠ করি? যেহেতু তিনি অসহনীয় কষ্ট ও মসিবত সহ্য করে আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামের এক বরকতময় আদর্শ পেশ করেছেন। যখন আপনি নিরক্ষর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্বীয় মহব্বত ও সম্মান উৎসর্গ করছেন, তাহলে একটু এ কথাও ভাবুন যে, আপনি কার সামনে বসা আছেন। ওই সত্তার সামনে যিনি আপনাকে এবং আপনার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি এত দয়ালু ও দাতা যে, তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে একবার দুরূদ পাঠ করে, তার প্রতি তিনি দশবার রহমত ও বরকত নাজিল করেন।

আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করে আপনি আপনার প্রতি ও আল্লাহ
তাআলার নেক বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করছেন। السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ প্রত্যেক নেক বান্দাদের প্রতি চাই তারা এ দুনিয়াতে থাকুক বা আসমানে থাকুক, মানুষ হোক বা ফেরেশতা হোক। অতঃপর উক্ত সম্মানিত শব্দসমূহ পুনরায়

উচ্চারণ করছি যা তাওহিদ-এর উৎস, যদ্বারা আপনার মাঝে ইমানের নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه.ُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল।

যখনই মৃত্যু আসে তো মানুষ দুই নামাজের মাঝেই মৃত্যুবরণ করে, ফজর ও জোহরের মাঝে বা আসরের মাঝে বা আসর ও মাগরিবের মাঝে বা মাগরিব ও ইশার নামাজের মাঝে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার শেষ কালিমা لا إِلَهَ إِلا الله হবে সে জান্নাতে যাবে। এটা কোনো চমকপ্রদ কথা নয়; বরং এ কালেমা জান্নাতের চাবি। পরিশেষে এখন যখন এ বরকতময় সাক্ষাত নিজের সমাপ্তিকালে হচ্ছে, তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এর ওয়াদা রয়েছে যে, উক্ত মুহূর্তে দুআ কবুল করবেন। সবার আগে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করো, তারপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলের প্রতি দুরূদ পাঠ করো নিজের জন্য ও মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর উক্ত রাহমান ও রাহিম-এর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করো।

ওই দুআসমূহ শিখার চেষ্টা করো, যেগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন এবং যেগুলো আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রয়োজনকে শামিল করে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيد، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حميد مجيد.

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সালাত (রহমত) প্রেরণ করুন যেমনিভাবে আপনি ইবরাহিম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সালাত প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসা ও বড়ত্বের অধিকারী। হে আল্লাহ! বরকত নাজিল করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি

যেমনিভাবে আপনি বরকত নাজিল করেছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসা ও বড়ত্বের অধিকারী।

এ শেষ মঞ্জিলের পর যখন আপনি বাকি মুক্তাদির সাথে ডান দিকে সালাম ফেরাবেন, তো আপনার অন্তরে আরাম ও প্রশান্তির এক ঢেউ খেলতে থাকবে। যদি এরূপ নাও হয়, তবে তা আপনার কর্মফল যা আপনার অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দিয়েছে এবং আপনাকে আল্লাহ থেকে দূরে রেখেছে। উক্ত ত্রুটির জন্য কমপক্ষে তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান যাতে কিছু হলেও ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়। উক্ত আরাম ও প্রশান্তি তার রূহের সাথে হাসিল করা যায়, যা শুধু আল্লাহর নিকটই আছে। স্মরণ রাখবেন, আপনার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পাবে সে পরিমাণ আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে।
আপনার অন্তর বিনয় ও নম্রতায় ভরে যাবে। আপনার মন স্থির হয়ে যাবে। পরিশেষে নামাজে আপনার কাঙ্ক্ষিত মজা এসে যাবে।

ওজু সম্পর্কেও কিছু জেনে নিই

আমাদের অনেকের ওজু একটি অভ্যাসগত বিষয় হয়ে গেছে। মনে করা হয় যে, এটা এমন একটা আমল, যা নামাজ আদায়ের জন্য করতে হয়। অথচ ওজু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি জানেন কি ওজু কত বড় আমল। তা করার সময় আপনি কী বলেন? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কীভাবে করেছেন। আরও একটি বিষয় যে, পানি অপব্যয় না করা ইত্যাদি। তা ছাড়া এর আরও কত কিছু জানার আছে। আচ্ছা একটু ভাবুন! এর প্রত্যেকটি আমল আপনার দেহের অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত যেমন চেহারা, হাত, মাথা, এবং পা ইত্যাদি। কিন্তু... অন্তর কোথায়? অন্তর ওই স্থান, যাতে নিয়ত হয়। কত সাধারণ আমল মিজানে ভারি হয় নিয়তের কারণে, আবার কত বড় আমল এ নিয়তের কারণেই নষ্ট হয়ে যায়।

যখন কোনো আমলের সাথে নিয়তের (এখলাস) জড়িত হয়ে যায়, তখন তা এমনিতেই অনেক বড় হয়ে যায়। শুধু অঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত আমলের চেয়ে তার সওয়াব অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং ভবিষ্যতে যখন নামাজের জন্য ওজু করবে, তো মেশিনের মতো তাড়াহুড়া করবে না, বরং ধীরস্থিরতা ও ইখলাসের নিয়তে করবে। তাহলে বাস্তবিক পক্ষে ওজুর মাধ্যমে অনেক কিছু অর্জন হবে। ওজুর জন্য দাসত্বের অনুভূতি নিয়ে উঠবে এবং আল্লাহ পাকের আদেশ পালনের নিমিত্তে ওজু করবে।

যতটুকু আশা আপনার অন্তরে আসতে পারে সেই আশা নিয়ে নামাজ আদায় করুন। আল্লাহর ব্যাপারে যত বেশি অবগত হবেন, তত বেশি আশা আপনার অন্তর অনুভব করবে। আল্লাহ পাকের দয়ার আশা, তাঁর ক্ষমার আশা, তাঁর কবুলিয়তের আশা এবং মহব্বত ও নৈকট্যের আশা। উক্ত আশা 'খাহেশ' হতে নিশ্চিত আলাদা বস্তু। আশার সাথে আমল মিলিত থাকে যার জন্য আপনি আমল করেন। সুতরাং আল্লাহর কাছে তাঁর দয়ার আশা রাখ এবং আল্লাহর কাছে তা কামনা করো।

সালাত সম্পর্কে রবের বাণী

সুরা বাকারাহ: ০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

'আর সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং সালাতে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।'

সুরা বাকারা: ৪৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্যই তা কঠিন। কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষেই তা সম্ভব।'

সুরা বাকারা: ৪৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

'যখন আমি বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দীন দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষদের সৎ কথা বলবে, সলাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে। তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।'

সুরা বাকারাহ: ৮৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

اخذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى خَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مَّعْرِضُونَ

'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।'

সুরা বাকারাহ : ১১০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল তোমরা নিজদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে। তোমরা যা করছ নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

সুরা বাকারা: ১৫৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلُوةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِين.

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

সুরা বাকারাহ: ১৭৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ইমানে আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবিগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, এতিম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং

যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।

সুরা বাকারাহ: ২৩৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হেফাজত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।

সুরা বাকারাহ: ২৭৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ.

'নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রভুর কাছে।' (আয়াত নং-২৭৭)

সুরা আলে ইমরান: ৩৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ مْ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

'যখন তিনি কামরার ভেতরে সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন।'

সুরা নিসা: ৪৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

হে ইমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (সালাতের কাছে যেও না)

ফরয গোসলের আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- তাতে মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল।

সুরা নিসা: ৭৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। হে রাসুল তাদেরকে বলে দিন পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত

সুরা নিসা: ১০১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.

যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন সালাতে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সুরা নিসা: ১০২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ

'যখন আপনি সালাতে দাঁড়ান তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে...।

সুরা নিসা: ১০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

'অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর, তখন দাঁড়িয়ে, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর...।

সুরা নিসাঃ ১৪২

ان الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।

সুরা নিসা: ১৬২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ইমানেদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে আর যারা সালাতে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপুণ্য।

সুরা মায়িদ্যাহ: ৬-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مُّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রশ্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথেসহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
সুরা মায়িদ্যাহ : ১২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

আল্লাহ বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলে দিলেনঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে নিশ্চিয় সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

সুরা মায়িদাহ-৫৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রাসুল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।

সুরা মায়িদাহ - ৫৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

আর যখন তোমরা সালাতের জন্যে আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।

সুরা মায়িদ্যাহ - ৯১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শুক্রতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে?

সুরা মায়িদ্যাহ - ১০৬-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

হে, মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে সালাতের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন

উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গুনাহগার হব।

সুরা আন'আম: ৭২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
এবং তা এই যে, সালাত কায়েম কর এবং তাঁকে ভয় কর। তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হবে।

সুরা আন'আম: ৯২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا " وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার স্বীয় সালাত সংরক্ষণ করে।

সুরা আন'আম : ১৬২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।

সুরা আরাফ: ১৭০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব।

সুরা আন'ফাল: ০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

সে সমস্ত লোক যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

সুরা আন'ফাল: ৩৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

আর কা'বার নিকট তাদের সালাত বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরির আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর।

সুরা তাওবাঃ ০৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সুরা তাওবাহ: ১১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
অবশ্য তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বিনি ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি।

সুরা তাওবা: ১৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ইমানে এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে সালাত ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

সুরা তাওবা: ৫৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা সালাতে আসে অলসতার সাথে ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।

সুরা তাওবা: ৭১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
আর ইমানেদার পুরুষ ও ইমানেদার নারী একে অপরেরসহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।

সুরা তাওবা: ৮৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَ لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ؕ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ مَا تُوْا وَ هُمْ فَسِقُوْنَ

আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাজা পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাঁসিকে অবস্থায় মারা গিয়েছে।

সুরা ইউনুস: ৮৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّاْ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাস স্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং সালাত কায়েম কর আর যারা ইমানেদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।

সুরা হুদ: ৮৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনার সালাত কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক।

সুরা হুদ :১১৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।

সুরা রাদ: ২২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, সালাত প্রতিষ্টা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্য ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ।

সুরা ইব্রাহিম: ৩১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা সালাত কায়েম রাখক এবং আমার দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই।

সুরা ইব্রাহিম : ৩৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

رُبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুজি দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

সুরা ইব্রাহিম: ৪০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া।

সুরা বনী ইসরাইল: ৭৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

أقم الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودً .

সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়।

নামায আদায়ের গুরুত্বও ফযীলত সম্পর্কিত কতিপয় হাদীসঃ

হাদীস ১ -

وَعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول: «أرَأَيْتُمْ لَوْ أَن نَهْراً بِبَاب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا: لا يبقى من درنه شَيْءٌ، قَالَ: فذلكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطايا». متفق عَلَيْه. ِ

হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, "আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার ক'রে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি?" সাহাবীগণ বললেন, '(না,) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।' তিনি বললেন, "পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণও সেইরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন।" (বুখারী, ৫২৬,৪৬৮৭)

হাদীস - ২

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مرات». رواه مسلم

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণ ঠিক প্রবাহিত নদীর ন্যায়, যা তোমাদের কোনো ব্যক্তির দরজার পাশে থাকে; যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার ক'রে গোসল ক'রে থাকে।" (মুসলিম ২৩৩)

হাদীস - ৩

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ». رواه مسلم

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "পাঁচ অক্তের নামায, এক জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সে সবের মোচন-কারী হয় (এই শর্তে যে,) যদি মহাপাপে লিপ্ত না হয়।" (মুসলিম, ২৩৩)

হাদীস - ৪

وَعَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِن امْرِئٍ مُسلِم تَحْضُرُهُ صَلاةً مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا : وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُوتَ كَبيرةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كله و

উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য ওযু করবে এবং উত্তমরূপে ওযু সম্পাদন করবে।

(অতঃপর) তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে 'রুকু' সমাধা করবে। তাহলে তার নামায পূর্বে সংঘটিত পাপরাশির জন্য কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যাবে; যতক্ষণ মহাপাপে লিপ্ত না হবে। আর এ (রহমতে ইলাহির ধারা) সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য।" (মুসলিম ২২৮)

হাদীস - ৫

عن أبي موسى رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخلَ الْجَنَّةَ». متفق عَلَيْهِ

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা নামায পড়ে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(সহীহুল বুখারী ৫৭৪)

দুই ঠাণ্ডা নামায হচ্ছে: ফজর ও আসরের নামায।

হাদিস-৬

وعَن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» يعني الفجر والعصر . رواه مسلم

আবূ যুহাইর উমারাহ ইবনে রুআইবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের নামায) আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম ৬৩৪)

হাদীস-৭

وعَن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «يَتعاقبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَة بِاللَّيْلِ، وَمَلائِكَة بالنهار، ويجْتَمِعُونَ في صلاة الصبح وصلاة

العصر، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ - وَهُو6 َ

أعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّون.«َ

متفق عليه

হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের নিকট দিবারাত্রি ফিরিশতাবর্গ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। আর ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত কাটিয়েছেন তাঁরা ঊর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন--- অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে পরিজ্ঞাত, 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?' তাঁরা বলেন, 'আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল।"

(সহীহুল বুখারী ৫৫৫, ৩২২৩, ৭৪২৯, ৭৪৮৬, মুসলিম ৬৩২,)

হাদীস - ৮

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم:

من ترك صلاة العصر فقد خيط عمله». رواه البخاري

বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল, নিঃসন্দেহে তার আমল নষ্ট হয়ে গেল।"

(সহীহুল বুখারী ৫৫৩,)

হাদীস - ৯

وعَن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أَنْ يَنقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصلاة». متفق عليه

হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "নামাযের প্রতীক্ষা যতক্ষণ (কাউকে) আবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ সে আসলে নামাযের মা থাকে। য মায ছাড়া (তাকে) তার স্বীয় পরিবারের কাছে ফিরে যেতে অন্য কোন জিনিস বাধা না দেয়।" (অর্থাৎ নামাযের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ বসে থাকে, পুণ্যপ্রাপ্তির দিক দিয়ে সে পরোক্ষভাবে নামাযেই প্রবৃত্ত থাকে।)

(সহীহুল বুখারী ৬৫৯)

হাদীস- ১০

وعنه رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال: «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلى أَحَدِكُمْ ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يُحدث، تقول: اللهم اغْفِرْ لَه اللهم ارحمه». رواه البخاري

উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ফিরিস্তাবর্গ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুআ করে থাকেন, যতক্ষণ সে সেই স্থানে অবস্থান করে, যেখানে সে নামায পড়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ওযু নষ্ট হয়েছে; বলেন, 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা ক'রে দাও। হে আল্লাহ, ওর প্রতি সদয় হও।"

(বুখারী ৪৪৫)

হাদীস - ১১

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «صلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفضلُ مِنْ صَلاةِ الْقَدْ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عَلَيْهِ

ইবনে উমার (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "একাকীর নামায অপেক্ষা

জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।"

(সহীহুল বুখারী ৬৪৫)

হাদীস - ১২

وَعَن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعْفُ عَلى صلاته في بيته وفي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضعْفاً، وذلك أنه إذا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المسجد، لا يُخرجه إلا الصلاة لمْ يَخْط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحُطَّتْ عنه بها خطيئة، فإذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال

في صلاة ما انتظر الصلاة». متفق عليه، وهذا لفظ البخاري

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "জামাতের সাথে কারো নামায পড়া, তার ঘরে ও বাজারে একা নামায পড়ার চাইতে ২৫ গুণ বেশি শ্লেষ ঠ। তা এই জন্য যে, যখন কোনো ব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু সম্পাদন করে। অতঃপর মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করে। আর একমাত্র নামাযই তাকে (ঘর থেকে) বের করে (অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না), তখন তার (পথে চলার সময়) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গোনাহ মাফ করা হয়। তারপর সে নামাযান্তে নামায পড়ার জায়গায় যতক্ষণ ওযু। তারপর সে নামাযান্তে নামায পড়ার জায়গায় যতক্ষণ ওযু সহকারে অবস্থান করে, ফিরিস্তাবর্গ তার জন্য দুআ করেন; তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহ! ওর প্রতি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! তুমি ওকে রহম কর।' আর সে ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের প্রতীক্ষা করে ।" (বুখারী ৬৪৭)

হাদীসঃ১৩

উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى العشاء في جَمَاعَة، فكأنما قام نصف اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبحفي جماعة، فكانما صلَّى اللَّيْلَ كُلَّه» رواه مسلم

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে এশার নামায আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম (ইবাদত) করল। আর যে ফজরের নামায জামাতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত নামায পড়ল।"

(মুসলিম ৫৫৬)

হাদীস - ১৪

عَن عُثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فكأنما قام نصف اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ» رواه مسلم

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সর্বোত্তম আমল কি?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামায আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"

(সহীহুল বুখারী ৫২৭)

হাদীস-১৫

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خَمْسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان». متفق عليه

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) কা'বা গৃহের হজ্জ করা। (৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা।"

(সহীহুল বুখারী ৮)

হাদীস-১৬

وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فإذا فعلوا ذلك، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الإسلام وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله». متفق عليه

উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত (সশস্ত্র) সংগ্রাম চালাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ' এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত আদায় করবে। সুতরাং যখনই তারা সেসব বাস্তবায়ন করবে, তখনই তারা ইসলামী হক ব্যতিরেকে নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে বাঁচিয়ে নিবে। আর তাদের (আভ্যন্তরীণ বিষয়ের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে থাকবে। (সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২২)

হাদীস - ১৭

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِرْكِ والكفر، ترك الصلاة». رواه مسلم

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "মানুষ ও কুফরির মধ্যে (পর্দা) হল, নামায ত্যাগ করা।"

(মুসলিম ৮২)

হাদীস - ১৮

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». رواه الترمذي، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح

বুরাইদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায (পড়া)। অতএব যে নামায ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে।"

(তিরমিযী ২৬২১)

সর্বজন মহামান্য শাক্বীক ইবনে আব্দুল্লাহ তাবেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত:

'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহচরবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না।'

তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বিশুদ্ধ সানাদ) (তিরমিযী ২৬২২)

হাদীস - ১৯

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِن تَطَوُّع، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلى هَذَا». رواه الترمذي، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হকুকুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, 'দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে?' অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে।

(আবূ দাউদ ৮৬৪)

হাদীস - ২০

وَعَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رواه مسلم . وفي رواية: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا

আয়েশা রাদিয়াল্লাল্লাল্লাহু থেকে বর্ণিত নবী সা. আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফজরের দু' রাকআত (সুন্নত) পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে সবার চেয়ে উত্তম।"

(মুসলিম ২৫)

তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বিশুদ্ধ সানাদ) (তিরমিযী ২৬২২)

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "ঐ দুই রাকআত আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।"

হাদিস-২১

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح

উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত সুন্নত পড়তে যত্নবান হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম ক'রে দেবেন।"

(আবূ দাউদ ১২৬৯)

হাদীস - ২২

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «رَحِمَ اللهُ امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً». رواه أبو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন,

যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়ে।"

আবূ দাউদ ১২৭১, তিরমিযী ৪৩০)

হাদিস-২৩

عن علي رضي الله عنه، قَالَ: الوتر ليس بحتم كَصَلاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ اللهَ وترٌ يُحِبُّ الوترَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآن.«ِ

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, 'বিত্রের নামায, ফরয নামাযের ন্যায় অপরিহার্য নয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে প্রচলিত করেছেন (অর্থাৎ এটি সুন্নত)। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ বিত্র (বিজোড়) সেহেতু তিনি বিত্র (বিজোড়কে) ভালবাসেন। অতএব হে কুরআনের ধারকবাহকগণ! তোমরা বিত্র পড়।"

(আবূ দাউদ ১৪১৬)

তাহাজ্জুদ নামায প্রসঙ্গে

হাদিস

وَعَنْ عَبدِ الله بن سلام رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ: أفشوا السلام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা ব্যাপকভাবে সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্ন দাও এবং লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন নামায পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(তিরমিযী ২৪৮৫)

(২৫) প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করলে যেমন কোন ময়লা থাকে না, তেমনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। (বুখারী: ৫২৮)

(২৬) কবীরা গুনাহ না করলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআবারের জুমুআ আদায়-এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মুছে যায়। (মুসলিম: ২৩৩)

(২৭) কোন মুসলিম যখন ভালো করে ওযু করে পাঁচ বেলা সালাত আদায় করে। তার পাপরাশিগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনভাবে শুষ্ক ডালা থেকে এর পাতাগুলো ঝরে যায়। (সহীহ তারগীব: ৩৫৬

(২৮) যার সালাত সুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলগুলোও শুদ্ধ ও সঠিক হয়ে যাবে। বিপরীতে যার সালাত শুদ্ধ নয়, তার অন্য আমলও শুদ্ধ হবে না।
(সহীহ তারগীব: ৩৬৯)।

পরিশিষ্ট

ইসলামের মূল রোকন বা স্তম্ভ পাঁচটি। এর মধ্যে ঈমানের পরই সালাতের স্থান। এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কোনো ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যে কাজটি সর্বাগ্রে বর্তায় তা হলো নামাজ এটা সর্বসম্মতভাবে ফরজ। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে এর ফরযিয়্যাত প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। যেমন, মহান

আল্লাহ বলেন-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكوة وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে সকল দিক হতে নির্লিপ্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত আদায় করবে, আর এটাই হলো সঠিক জীবন ব্যবস্থা। -

(সূরা বায়্যিনা, আয়াত: ৫]

٢٠.فَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَأتُوا الزَّكوة وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُم . ْ

অর্থাৎ, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর; যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই হলেন তোমাদের মালিক।-

সূরা হাজ, আয়াত : ৭৮

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا يُقِيْمُوا الصَّلَوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا زَرَقْنُهُم .ْ

অর্থাৎ, বলুন আমার বান্দাদেরকে, যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তারা যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা তাদেরকে দান করেছি তা হতে ব্যয় করে।-

সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩১]

সুতুরাং ,মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে তাকে বসবাস করতে হয়। নামাজ মানুষের উপর একটি অবেশ্যকীয় দৈনন্দিন পালনীয় একটি ইবাদত হলেও, সমাজ জীবনে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী।

অশ্লীলতা ও অন্যায় দূরীকরণ: নামাজ কায়েমের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন হতে বিবেক বর্ণিত কাজ বিদূরীত হয়ে সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নতি হয়।
যেমন মহান আল্লাহ বলেন- إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْكَر ِ অর্থাৎ, অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

. সাম্য: জামাতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য কাতারবন্দী হওয়ার মাধ্যমেই উঁচু-নিচু, ধনী-নির্ধনের, আশরাফ-আতরাফের দূরত্ব হ্রাস পেয়ে সাম্যগুণের সৃষ্টি হয়।

ঐক্য: জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

দায়িত্ববোধ ও সময়ানুবর্তিতা প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমেই সমাজে এই গুণের প্রতিফলন ঘটতে পারে।

সমাজনেতা নির্বাচনের শিক্ষা: জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে যেভাবে ইমাম নির্বাচন করা হয় তেমনি একইভাবে সমাজ নেতা নির্বাচনেও এটা শিক্ষা দিয়ে থাকে।

নেতৃত্বের দায়িত্ববোধ: ইমাম তাঁর ইমামতের মাধ্যমে নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন।

শ্রবণ ও আনুগত্য ইমামের যথাযথ অনুসরণ ও অনুগমনের মাধ্যমেই মুক্তাদির এ শিক্ষা অর্জিত হয়।

পারস্পরিক সহযোগিতা: মসজিদ তৈরি এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে এ সামাজিক গুণটি সৃষ্টি হয়।

নিষ্ঠা ও একাগ্রতা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায়ের মন-মানসিকতা থেকেই এই গুণ অর্জন কব্য যায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ: সর্বদা সালাত আদায় এবং সালাতের নিয়ম-পদ্ধতি সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ সৎগুণের সৃষ্টি হয়।

চরিত্র গঠন: নামাজের মাধ্যমে দৈনিক পাঁচবার তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের স্মরণের ফলে চরিত্রের মন্দ-দিকগুলো দূরীভূত হয়ে যায়।

নিয়মানুবর্তিতা: দৈনিক পাঁচবার নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষ নিয়ম-শৃঙ্খলা বোধসম্পন্ন হয়ে যায়।